ধানের ফলন ব্যবধান

লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

ফ্যাক্ট শীটঃ ধানের ফলন ব্যবধান

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ফলন ব্যবধান পরিচিতি ?

গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানীগণ উন্নত ধানের জাত ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন। এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণা খামারে কিংবা অনুকূল পরিবেশে কৃষকের মাঠেও ভাল ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষকের মাঠে সাধারণত গবেষণা খামারের চেয়ে অনেক কম ফলন পাওয়া যায়। যেমন- বোরো মৌসুমে ব্রি ধান২৮ সর্বোচ্চ ৬.৫ ও ব্রি ধান২৯ প্রায় ৯-১০ টন ফলনের ক্ষমতা রাখে। এটাই সম্ভাব্য বা অর্জনযোগ্য ফলন। অথচ আমাদের জাতীয় গড় ফলন হেক্টর প্রতি মাত্র ৩.২৪ টন। সম্ভাব্য বা অর্জনযোগ্য ফলন এবং গড় ফলনের মধ্যে যে পার্থক্য তাই ফলন ব্যবধান। বর্তমানে আমাদের দেশে ধান চাষে ফলন ব্যবধান অনেক বেশি। অথচ একই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধানের ফলন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

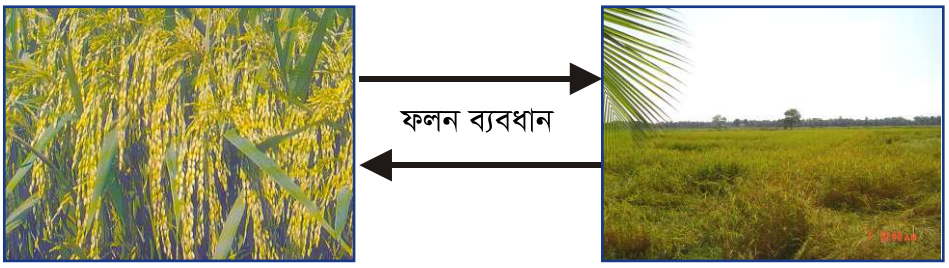

অর্জনযোগ্য ফলন

কৃষকের মাঠে ফলন

যে কারণে কৃষক অর্জনযোগ্য ফলন পাচ্ছে না

ফলন ব্যবধানের বহুবিধ কারণ আছে। এগুলো মূলত তিন ধরনের-

১. **জৈব-ভৌতিক :** ফলন ব্যবধানের জৈব-ভৌতিক কারণের মধ্যে আছে বীজ, সার, পানি, মাটি ইত্যাদি। ভাল মানের বীজ ব্যবহার না করা, অনুমোদিত মাত্রায় ও পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ না হওয়া, সঠিক পদ্ধতিতে পানি ব্যবস্থাপনা না করা ইত্যাদি কারণে সম্ভাব্য ফলন পাওয়া যায় না।

ভাল বীজ

পানি ব্যবস্থাপনা

২. **পরিচর্যা :** সঠিক বয়সের চারা, সঠিক সময়ে ও নিয়মে রোপণ, সময় মত সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্যা না করায় ফলন কম হয়। তাছাড়া সময়মত কাটা ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি অনুসরণ না করাও ফলন কম হওয়ার কারণ।

ধানক্ষেতে পরিচর্যা

৩. **আর্থ-সামাজিক :** ধান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানের তারতম্যই ফলন ব্যবধানের অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া অনুমোদিত মাত্রায় উৎপাদন উপকরণ যেমন- সার, পানি, কীটনাশক ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকের অক্ষমতা আমাদের দেশে ধানের ফলনের ব্যাপক তারতম্য ঘটায়।

ধানের সম্ভাব্য ফলন পেতে হলে অনুমোদিত উৎপাদন প্রযুক্তি প্যাকেজ প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd